যুগান্তর

তারিখ 17 JUN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ইংরেজি শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি কতটা বাস্তবসম্মত

সরকারের শিক্ষা বিষয়ক নীতিনির্ধারকরা প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাতক (পাস অনার্স) পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। ইংরেজির মতো দুর্বোধ্য ও জটিল (অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের কাছে বিবেচিত) বিষয়টি শিক্ষার্থীরা যাতে সহজেই আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষায় নতুন কারিকুলাম কমিউনিকেটিভ মেথডের প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শেখার চেষ্টা করছে।

উল্লেখ্য এতদিন যে Grammar Translation Method-এর মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে ইংরেজি শিক্ষাদান করা হতো বর্তমান পদ্ধতিতে গ্রামারের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বহীন তথা অস্বীকার করা হয়েছে। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ও সিলেবাস যাচাই করলে উপরোক্ত তথ্যের সত্যতা বুঝে পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন হল Grammar ছাড়া ইংরেজি শেখা আদৌ সম্ভব কি? এ বিষয়ে দু'পক্ষের দুটি মতা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম পক্ষের মতটি এমন- ভাষা শিক্ষায় Grammar-এর প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল মাতভাষা শেখার জন্য তা প্রয়োজন হবে কেন? তাদের মতে ইংরেজি শিক্ষায় Grammar শিক্ষার্থীদের কাছে একটা বাড়তি ঝামেলা ও ভীতিকর ব্যাপার।

অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মত হচ্ছে মাতভাষা শিক্ষায় (কথা বলার ক্ষেত্রে) শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষার্থীরা মাতগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মাতভাষা শিক্ষায় সামাজিক সাংস্কৃতিক যে অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে সে ধরনের পরিবেশ তারা কিন্তু পাচ্ছে না। শুধু শ্রেণীকক্ষে ইংরেজি শিক্ষক কর্তৃক সৃষ্ট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে পরিবেশ (প্রায়ই তা অনুকূল নয়) তারা পায় তা থেকে ইংরেজির মতো একটি অপরিচিত বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীরা শিখে ফেলবে এ ধারণা বাস্তবতা থেকে অনেকটাই দূরে। তাছাড়া বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর কাছে একটি অস্বাভাবিক ও জটিল বিষয় হিসেবেই বিবেচিত শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্য যতটুকু ইংরেজি শেখার প্রয়োজন অধিকাংশ শিক্ষার্থী ততটুকুই শেখে তার বেশি নয়। (তবুও ইংরেজিতেই ফেল করে বেশি)। এ অবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে তা ভাবনার বিষয় বটে।

বলা বাহুল্য যে কোন ভাষা কার্যকরভাবে শেখার জন্য Four Skills Reading, Writing, Lestening এবং Speaking অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের একটিকে বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ ভাষা শেখা অসম্ভব। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সম্প্রতি চালুকৃত কমিউনিকেটিভ মেথডের আলোকে Writing skill এর ওপর সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। এর বাংলা তরজমা হল লেখায় দক্ষতা। এখন প্রশ্ন হল গ্রামারের সম্যক জ্ঞান ছাড়া লেখায় দক্ষতা অর্জন সম্ভব কি? কিংবা এর কোন বিকল্প পদ্ধতি আছে কি? কিন্তু কমিউনিকেটিভ মেথডে গ্রামার শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে গ্রামার সংক্রান্ত কোন মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা তা শেখায় মনোনিবেশ তথা তাগিদ অনুভব করে না। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে গ্রামার শেখানোর ব্যাপারে তেমন উৎসাহবোধ করেন না। কিন্তু এর ওপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া ইংরেজি শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। এ বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। কিন্তু শিক্ষকদের অন্ধকারে রেখে যে কোন ধরনের (শিক্ষা সংক্রান্ত) সরকারি সিদ্ধান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষায় সরকার যে পদ্ধতি চালু করেছে দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষকই নতুন এ পদ্ধতির সঙ্গে কোনভাবেই পরিচিত নন। উল্লেখ্য এই পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করেই সরকার তা চালু করেছে। প্রশ্ন হল সম্পূর্ণ নতুন কারিকুলামের উপযোগী ও যোগ্য শিক্ষক কবে ব্যবস্থা না করে সরকার এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেয় কি করে? এমনিতেই সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ্য ইংরেজি শিক্ষকের তীব্র সংকট রয়েছে। তাছাড়া এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার কার্যক্রমটি চলছে অত্যন্ত বাজেভাবে। সুতরাং সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এনে ইংরেজি শিক্ষায় বর্তমান পদ্ধতির সঙ্গে Grammar translation method-এর প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে একটি ফলপ্রসূ সিলেবাস তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। আর তা করার এখনই মোক্ষম সময়।

হাসিম উদ্দিন আহমেদ
ইংরেজি শিক্ষক সাবুয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ